Celebrating 100 Years

চক্র® বীজ

বাংলা ক্যাটালগ

আমাদের গবেষণা আপনার সাফল্য

ভারত নার্শারী প্রা. লি.

১৬/১বি, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৩, ভারত

(০৩৩) ২৫৫৫-২৪২২,
২৫৫৫-২৭৪৬, ২৫৪৩-৭১৮২

info@bharatnursery.in

www.bharatnursery.in

ফুলকপি এফ-১ হাইব্রিড

সামার কিং/সামার কুইন : অতি জলদি জাত ৪০-৫০ দিনে ওঠে। ৪০°-৪২°সে. তাপমাত্রা সহনশীল। বপন ১৫ ফাল্গুন-১৫ শ্রাবণ। ওজন ৫০০-৭০০ গ্রাম।

সামার বিউটি : জলদি জাতের ৪২-৪৮ দিনে ওঠে। তাপ সহনশীল কিন্তু ঠাণ্ডা পছন্দ করে না। ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম।

বি.এন. ৪০ : গ্রীষ্ম-বর্ষা সহনশীল একটি নতুন জাত। ৪০-৪৫ দিনে তৈরি হয়। ওজন প্রায় ৪০০-৬০০ গ্রাম। একটি লাভজনক চাষ।

বর্ষালক্ষ্মী : বর্ষা সহনশীল জলদি জাত। বপন আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে। ওজন ৪৫০-৫০০ গ্রাম।

চক্র ১০০০ : ৪০-৫০ দিনে ওঠে, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা সহনশীল আর একটি নতুন জাত। ওজন ৫০০-৭০০ গ্রাম। খুবই লাভজনক চাষ।

বি. এন. ৫০ : একটি নতুন বর্ষা সহনশীল উন্নত জাত। ৫০-৫৫দিনে ওঠে। ওজন ০.৭০-১কেজি। ১০-১৫ দিনের মধ্যে সব কপি কাটা যায়।

চক্র ১০০১ : নতুন জাত, চারা লাগানোর ৫৫-৬০ দিন পরে ওঠে। এই জাতের বীজ ভাদ্র মাসে বুনুন। ওজন ১.২-১.৫ কেজি।

স্বাধীন : অনেক সময় ধরে বীজ বপন করা যায়। শক্ত নীরেট মাথা, আঁটোসাঁটো গঠন। গড় ওজন ১ কেজি। ৫৫-৬০ দিনে ওঠে।

ম্যাজিক-৫ : গরম ও কিছুটা বর্ষা সহ্যকারী ৫৫-৬০ দিনের, বপনের সময় ভাদ্র মাস। শক্ত ও নিরেট ফুলের ওজন ১ কেজি থেকে ১.২ কেজি।

হিমেল: শীতকালের বিশেষ ফুলকপি দুধ সাদা রং, ৭০-৭৫ দিনের ফসল, ওজন প্রায় ১.২ কেজি ১.৭ কেজি ফুল পাতা দিয়ে ঢাকা থাকে।

ম্যাজিক-২ : ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বীজ বপন করুন। ৬০-৬৫ দিনে অঘ্রান মাসে ওঠে। বড়ো জাতের কপির ওজন ১.২-১.৫ কেজি।

ম্যাজিক ৪ : এই জাতটির বীজও বপন করতে হবে ভাদ্র মাসে। ৬৫-৭০ দিনে ওঠে। গড় ওজন ১.২-১.৫ কেজি ফুল পাতা দিয়ে ঢাকা থাকে।

জয়ী : নাবি জাতের বড় ফুলকপি, ৭৫-৮০ দিনে ওঠে, ওজন ২.০-২.৫ কেজি। দুধ-সাদা ফুল পাতায় ঢাকা থাকে।

হিমাদ্রী : বীজ বপন আশ্বিন-১৫ই অঘ্রান। শক্ত, আঁটোসাঁটো নীরেট কপির ওজন ১.৫- ২.৫ কেজি। ৭০-৮০ দিনে ওঠে। জমিতে কিছু দিন রাখা যায়।

অদিতি-ইম্প্রুভড : নাবি জাতের ৭৫-৮০ দিনের। বীজ বপন কার্তিক-অঘ্রান। ফুল-পাতা দিয়ে ঢাকা থাকে। গড় ওজন ১.৮-২ কেজি।

ক্যাপসিকাম এফ-১ হাইব্রিড

জিঙ্গল : নতুন জাত। ছোটো গাছ। ভরপুর ফলন। লাভজনক চাষ। লাগাতার ফলন।

অঞ্জলি : মজবুত খাড়া গাছ। আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের ফল। ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম। রোগ সহনশীল। প্রচুর ফলে।

বি.এন.এস.পি-২০১ : একটি উৎকৃষ্ট বাণিজ্যিক জাত। আকর্ষনীয় সবুজ রং, ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম, ৫০-৫৫ দিন থেকে ফল ওঠে।

ব্রোকলি এফ-১ হাইব্রিড

গ্রীনস্টার : জলদি জাতের ব্রোকলি। ৬০-৬৫ দিনে ওঠে, কিছুটা বর্ষা সহনশীল। ওজন ৩৫০-৪০০ গ্রাম। একটি লাভজনক চাষ।

গ্রীনস্টার ইম্প্রুভড : সুন্দর গাঢ় সবুজ রং। বড়ো জাতের ব্রোকলি। ৬৫-৭৫ দিনে হয়। বপনের সময় আশ্বিন-কার্তিক। লাভজনক চাষ।

ওলকপি এফ-১ হাইব্রিড

বীরবল : জলদি চ্যাপটা গোল জাত, হাল্কা সবুজ রং, ভাদ্র থেকে পৌষে লাগান। ৩০-৪০ দিনে ওঠে। গড় ওজন ২৫০-৫০০ গ্রাম।

হিরো : ভাদ্র থেকে পৌষ মাসের মধ্যে চাষ করতে হবে, মাঝারি সাইজ, ৫০-৫৫ দিনে ওঠে। গড় ওজন ৬০০-৭০০ গ্রাম।

বি. এন. কে. ৪০৪ : খুব জলদি জাত, হাল্কা সবুজ রং, ৩৫-৪০ দিনে ওঠে, ওজন ২৫০-৫০০ গ্রাম, রোগ সহনশীল, বপন ভাদ্র থেকে মাঘ।

বি. এন. কে. ৪০৫ : অতি জলদি জাত, সুন্দর গঠন, উজ্জ্বল সবুজ রং, ৩৫-৪০ দিনে ওঠে, ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম। খুবই লাভজনক চাষ।

টমাটো এফ-১ হাইব্রিড

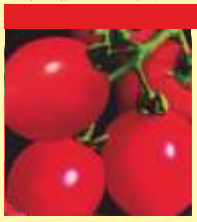

নূতন : বিভিন্ন আবহাওয়ার উপযোগী, পাতা কোঁকড়ানো রোগ সহনশীল জাত, চৌকো গোল লাল ফল। ওজন ৮০-৯০ গ্রাম।

বি. এন. টি. -১২১৭ : মাঝারি গরম/বর্ষা সহ্যকারী, পাতা কোঁকড়ানো, ঢলে পড়া রোগ সহনশীল। একটি নতুন জাত। খুবই লাভজনক চাষ, ফল ৯০-১০০ গ্রাম। ৭০-৭৫ দিনে ফল তোলা শুরু হয়।

কোহিণূর : দেশী জাতের টক স্বাদযুক্ত টমাটো, চ্যাপ্টা ফল। ওজন ৮০-৯০ গ্রাম। মাঝারি গাছ, পাতা কোঁকড়ানো (TYLCV) রোগ সহনশীল, প্রচুর ফলে।

বি. এন. টি.- ৪৫৯ : পাতা কোঁকড়ানো রোগ অধ্যুষিত অঞ্চলের উপযুক্ত একটি নতুন জাত। মাঝারী গাছ, প্রচুর ফলন, ফল চ্যাপ্টা গোল, ওজন ৯০-১০০ গ্রাম।

বি. এন. টি. এইচ.০৫ : শক্ত গোল ফল। মাঝারি গাছ। ৭০-৭৫ দিনে ফল ওঠে। পাতা কোঁকড়ানো রোগ সহনশীল। প্রচুর ফলন। ওজন ৯০-১০০ গ্রাম। দূরবর্তী বাজারে পাঠানোর উপযোগী।

বি. এন. টি.-৩৪২৪ : সেমি ডিটারমিনেট, চ্যাপ্টা-গোল দেশী টমেটো। ৯০-১০০ গ্রাম ওজনের শক্ত ফল, ৭০-৭৫ দিনে ফলন শুরু। পাতা কোঁকড়ানো রোগ সহনশীল। দূরবর্তী বাজারে পাঠানোর উপযোগী।

বাঁধাকপি এফ-১ হাইব্রিড

সুপার সামার : নতুন জাতের বাঁধাকপি, ৩৫°–৪০° সে. তাপমাত্রাতেও চাষ করা যায়। ৫০-৫৫ দিনে তৈরি হয়। ওজন ৮০০ গ্রাম-১.২ কেজি।

Mac-22 : জলদি জাতের ৫০-৫৫ দিনে ওঠে, শক্ত গোল মাথা সবুজ বাঁধাকপি, ওজন ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি পর্যন্ত হয়।

কুইক ক্রশ : ৫০-৫৫ দিনে ওঠে। বপন ১৫ শ্রাবণ-পৌষ। তাপ, বৃষ্টি ও ঠান্ডা সহনশীল গোল মাথাযুক্ত এই কপির গড় ওজন ১.২ কেজি।

মোহর : ৫৫-৬০ দিনের এই জাতটির বীজ বপনের সময় ভাদ্র-১৫ই কার্তিক, গোল মাথাযুক্ত এই কপির গড় ওজন ৮০০ গ্রাম-১.২ কেজি।

এক্সপ্রেস কিং : জলদি জাতের গোল সবুজ বাঁধা ৫০-৫৫ দিনে ওঠে। ওজন ১-১.২ কেজি। রোগ প্রতিরোধক ও দূর পরিবহণযোগ্য, সুস্বাদু।

মিরাক্‌ল্‌ : বপন শ্রাবণ-অঘ্রান ৫০-৫৫ দিনে ওঠে। ওজন ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি। ডিবিএম প্রতিরোধক জাত।

চক্র-৫০ : জলদি হালকা সবুজ রঙের ছোটো কপির ওজন ৭০০-৯০০ গ্রাম। ৫০-৫৫ দিনে ওঠে। বপন ভাদ্র-অঘ্রাণ। লাভজনক চাষ।

চক্র-৫০ ইম্প্রুভড : প্রায় সারা বছর চাষ করা যায়। সুন্দর একটি জাত। ৫০-৫৫ দিনে ওঠে। গোল মাথা, শক্ত, ওজন ৮০০ গ্রাম-১ কেজি। রোগ সহনশীল।

চক্র ৫৫ : জনপ্রিয় সুন্দর গঠন, গোল মাথা নিরেট শক্ত। ৫৫-৬০ দিনের বাঁধা। ওজন ১.২-১.৫ কেজি। অনেক দিন মাঠে রাখা যায়।

বি.এন.বল : ৫৫-৬০ দিনে ওঠে। বীজ বপন ভাদ্র থেকে অঘ্রানের মাঝামাঝি পর্যন্ত। গোলমাথা, গড় ওজন ১-১.২ কেজি।

লাকি বল : শ্রাবনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে মাঘ পর্যন্ত বপনের সময়। ৬০-৬৫ দিনের রোগপোকা প্রতিরোধক গোল মাথার কপির ওজন গড়ে ১.৫ কেজি।

অল সিজন্‌ : প্রায় সারা বছর চাষ করা যায়। সুন্দর একটি জাত। ৬০-৬৫ দিনে ওঠে গোলমাথা, শক্ত, রোগ সহনশীল। ওজন ১.৫-১.৮ কেজি।

রেয়ার বল : বহু পরীক্ষিত জাতটি বর্ষা ছাড়া সব ঋতুতেই চাষ করা যায়। রোগপোকা সহনশীল, ওজন ১.৫-২ কেজি। ঘন করেও লাগানো যায়। ৬০-৭০ দিনে ওঠে।

ভারত বল : বীজ বপনের সময় ভাদ্র থেকে অঘ্রান। ৬০-৭০ দিনে ওঠে। গোলমাথা রোগপোকা সহনশীল এই জাতটির ওজন ১.৩-১.৭ কেজি।

সুপর্ণা গ্রিন : বড়ো বাঁধা ৭৫-৮০ দিনে তৈরি হয়। বপন আশ্বিন-কার্তিক মাস। রোগ ও কিছুটা বর্ষাসহনশীল, ওজন ২.৫-৩ কেজি।

শ্রীকৃষ্ণ : ৮০-৮৫ দিনের মধ্যে কাটার উপযোগী এই বাঁধার বীজ ভাদ্র থেকে অঘ্রান মাসের মধ্যে বপন করতে হবে। ওজন ২-২.৫ কেজি।

চিনা কপি এফ-১ হাইব্রিড

সানগ্রিলা : জলদি জাতের চিনাকপি। ওজন ২.৫-৩ কেজি, ৬০ দিনে হয়। রোগ সহনশীল জাত।

লাল বাঁধাকপি-এফ-১ হাইব্রিড

রেড কিং (লাল বাঁধাকপি) : সুন্দর লাল রং, ৬০-৬৫ দিনে ওঠে। ওজন ১-১.৫ কেজি। রোগ সহনশীল জাত।

চালকুমড়ো এফ-১ হাইব্রিড

সারথি : হালকা সবুজ রঙের ১.২৫-১.৭৫ কেজি ওজনের বেলুনের মতো গোল এবং ২৫-৩০ সেমি লম্বা ফল। এই প্রজাতির চালকুমড়োর ফলন গ্রীষ্ম ও বর্ষায় প্রচুর হয়।

মিনতি : উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ রঙের ফল। ওজন ১-১.৫ কেজি, ৬০-৬৫ দিনে হয়, প্রচুর ফলন।

পিঁয়াজ

কিপ লং : মাঝারি সাইজের পিঁয়াজ। সহজে পচে না। অনেক দিন রাখা যায়। রোগ সহনশীল জাত। ভালো বাজার দর। লাভজনক ফসল।

রেড গ্লোব এফ-১ : আকর্ষণীয় হালকা লাল বড়ো আকারের পিঁয়াজ। রোগ সহনশীল, লাভজনক চাষ হিসেবে পরিচিত।

পেঁপে

মৌমিতা এফ-১ : ভাদ্র-ফাল্গুন মাসে বপন করুন। ১৮০-২০০ দিনে ফল ওঠে। গাছ ভর্তি বড় ফল, ওজন ১.৫-৩ কেজি, খুব সুস্বাদু।

সিলেকশান নং ১ : ভাদ্র-ফাল্গুন মাসে বীজ বুনুন। বীজ বপণের ৮-১০ মাস পর ৪-৫ ফুট লম্বা গাছে বড় বড় ফল ধরে।

লঙ্কা এফ-১ হাইব্রিড

সূর্য : রবি মরসুমের গাঢ় সবুজ রঙের উর্ধ্বমুখী ফল, খুব ঝাল, ঘন ঝুপড়ি গাছ। ফলের সাইজ ৬-৮ সেমি লম্বা এবং ০.৮ সেমি মোটা, প্রচুর ফলন।

প্রতাপ : আকর্ষনীয় গাঢ় সবুজ রঙের ফল। ৮-১০সেমি লম্বা, ০.৮-১ সেমি মোটা। খুব ঝাল, অধিক ফলন। জলদি জাত, ৫০-৫৫দিনে ওঠে, অনেক দিন ধরে ফলে।

রুদ্র-২ : গাঢ় সবুজ রঙের এই লঙ্কা খুব ঝাল। লম্বা ৮-১০ সেমি, মোটা ১ সেমি। কাঁচা ও শুকনো উভয় অবস্থাতেই বাজারে চাহিদা আছে।

আদিত্য : হাল্কা সবুজ রঙের মাঝারি ঝালের লঙ্কা, লম্বা ১৫-১৬ সেমি, ৯০ দিন থেকে ফল ওঠা শুরু হয়। অনেক দিন ধরে ফলন পাওয়া যায়।

বি. এন. এইচ. পি.-১০৪ : পাতা কোঁকড়ানো রোগ সহনশীল। খুব ঝাল লঙ্কা। ৮-১০ সেমি লম্বা, ৫০-৫৫ দিনে ওঠে। বহুদিন ধরে ফলে।

বি. এন. এইচ. পি.- ডিজে ২৬: ঝাঁকড়া গাছে ফলন অফুরন্ত, তীব্র ঝাল লঙ্কা। ৭-৮ সেমি লম্বা, ওজন ২-২.৫ গ্রাম। ৫০-৫৫ দিনে ফল তোলা শুরু। পাতা কোঁকড়ানো রোগ সহনশীল।

বেগুন এফ-১ হাইব্রিড

বি. এন. বি.-৪২১ : মাকড়া জাতের গোল বেগুন। ওজন ২৫০-৪০০ গ্রাম। ৪৫-৫০ দিন থেকে ফল তুলুন। মাকড়া জাতের তুলনায় ফলন অনেক বেশী।

বি. এন. বি.-৪২২ : মাকড়া জাতের ডিম্বাকৃতি লম্বা বেগুন। মাকড়া জাতের তুলনায় ফল আগে আসে এবং ফলনও অনেক বেশী। ওজন ১৫০-২৫০ গ্রাম, ৪০-৪৫ দিনে ফল ওঠে।

বি. এন. বি.-৪৭৮ : মাকড়া জাতের লম্বা আকৃতির বেগুন। ওজন ২০০-৩০০ গ্রাম। প্রচুর ফলন, চারা লাগানোর ৪৫-৫০ দিন পরে ১৬-২০ সেমি লম্বা ফল ওঠে।

বি. এন. বি.-৬৪৩৭ : সরু লম্বা সবুজ রঙের বেগুন। নীচের দিকে সাদা ছিট্। ফল ১৬-২০ সেমি লম্বা, ৪৫-৫০ দিনে ওঠে। ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম।

বি. এন. বি.-৪২৮ : বেগুনি রঙের লম্বা (২০-২৫ সেমি) সরু বেগুন। উচ্চ-ফলনশীল জাত। ৪৫-৫০ দিনে ফল তোলা শুরু। ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম।

বি. এন. বি.-৫১৪ : বেগুনি রঙের লম্বা (১২-১৩ সেমি) বেগুন। ঝুরি জাতীয় ও. পি. বেগুনের চেয়ে ফলন ৩/৪ গুণ বেশি। ৪০-৪৫ দিনে ওঠে। গড় ওজন ১০০ গ্রাম।

বি.এন.বি.-৫১৬ : বেগুনি রঙের মাঝারি লম্বা (১৫-১৬ সেমি) বেগুন, থোকায় প্রচুর ফলে, রোগ সহনশীল, অনেক দিন ফল দেয়। ওজন ১০০-২০০ গ্রাম।

বি. এন. বি.-৫৩১ : বেগুনি রঙের মুক্তকেশী টাইপের হাইব্রিড জাত। ওজন ১৫০-২৫০ গ্রাম। ৩৫-৪০ দিনে ফল ওঠে। ফলন ভালো।

বি. এন. বি.-৬২৬ : বেগুনি রঙের ফলের নীচের দিকে সাদা ছিট্। ওজন ২০০-২২৫ গ্রাম, ৫০-৫৫ দিনে ওঠে। অধিক ফলন। সুন্দর গড়ন।

বি. এন. বি.-৬৪২৪ : ভারত নার্শারীর সর্বাধিক ফলনশীল, লম্বা (২৫-৩০ সেমি), রোগ প্রতিরোধী জাত। ৪০-৪৫ দিনে ওঠে। ওজন ৩০০-৩৫০ গ্রাম।

ব্ল্যাক লং : সারা বছরই চাষ করা যায়। চারা বপনের ৬৫ দিনের পর ফলন শুরু হয়। ফল কালো লম্বা। প্রচুর ফলন।

ব্ল্যাক রাউন্ড : চারা বপনের ৭০ দিন পর ফলন দেয়। ফল কালো গোল। গড় ওজন ১৫০-২৫০ গ্রাম। প্রচুর ফলন।

বেগুন এফ-১ হাইব্রিড

বি. এন. বি. - ২৫২২ : ৫০-৫৫ দিন থেকে ফলন শুরু। ১২-১৩ সেমি লম্বা, ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম। প্রচুর ফলন। থোকায় ফলে। ঝুরি বেগুন, রোগ সহনশীল।

বি.এন.বি.-২৫৩০ : সুস্বাদু গোলাকার বেগুন। বোঁটায় একটি করে ধরে, ওজন ৩০০-৩৫০ গ্রাম। চারা লাগানোর ৫০-৫৫ দিনেই ফল তোলা যায়।

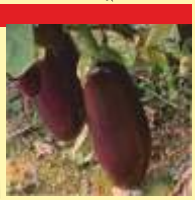

বি. এন. বি. ২৫৩৩ : লম্বাটে বাল্ব আকারের উচ্চ-ফলনশীল বেগুন। ওজন ৩০০-৪০০ গ্রাম। ৫০-৫৫ দিনে ফল ওঠে। রোগ সহনশীল।

টিচিঙ্গা এফ ১ হাইব্রিড

মনসা : ৪০-৪৫ দিনে ওঠে সবুজ রং এর উপর সাদা ডোরা, ৩০-৪৫ সেমি লম্বা ফল। ওজন ২২৫ গ্রাম। সারা বছর চাষ করা যায়। প্রচুর ফলন, রোগ সহনশীল।

কোবরা : ৫০ দিনে ওঠে। ৪০-৫০ সেমি লম্বা ফল। ওজন ২৫০ গ্রাম। লাভজনক চাষ। সারা বছর চাষ করুন। সুন্দর গড়ন, প্রচুর ফলন।

নাগরাজ : ৬০-৭৫ সেমি লম্বা, ৩০০ গ্রাম ফল, ৫০-৫৫ দিনে ওঠে। যারা বড় জাতের চিচিঙ্গা পছন্দ করেন তাদের জন্য উপযুক্ত জাত।

ঝিঙে এফ-১ হাইব্রিড

আনমোল : ৩০-৪০ সেমি লম্বা। ফল আসতে ৪০-৪৫ দিন সময় লাগে। প্রতিটি ফলের ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম।

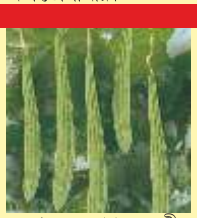

অনুপম : রোগ সহনশীল জাতটি ৪০-৫০ দিনে ওঠে। হালকা সবুজ রঙের ফলের ওজন ২৮০-৩০০ গ্রাম এবং লম্বায় ৪০-৪৫ সেমি।

বি. এন. আর.- ৪২৫: লম্বা জাতের (২৮-৩০ সেমি) ঝিঙে, গড় ওজন ১৬০ গ্রাম। প্রচুর ফলন।

বি. এন. আর.-৪৪০ : ৩০-৪০ সেমি লম্বা, উচ্চ-ফলনশীল এবং রোগ সহনশীল নতুন জাতের ঝিঙে। ৪৫-৫০ দিনে ওঠে, ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম।

চক্র-৪৪৫ : জলদি জাতের ঝিঙে। বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিনে ফল তোলা যায়। ফলের সাইজ ১৬-২০ সেমি। ওজন ১৩০-১৩৫ গ্রাম।

স্কোয়াশ এফ ১ হাইব্রিড

সামার স্কোয়াশ (জুখিনী) : স্টার হাউস : সবুজ রঙের। **ইয়োলো হাউস:** হলুদ রঙের। দুই রঙের হয়। দুটি জাতই খেতে সুস্বাদু।

লাউ এফ-১ হাইব্রিড

তিলক লং : বপন মাঘ-আষাঢ়। ফলের আকার লম্বাটে (৩০-৪০ সেমি) এবং রং সবুজের ওপর সাদা ছিট্। গড় ওজন ১.৫ কেজি। ৫০-৫২ দিনে ফল ওঠা শুরু হয়।

তিলক লং ইম্প্রুভড : প্রায় সারা বছর চাষ করা যায়। ৪০-৪৫ সেমি লম্বা ফল, ওজন ১.৫০-১.৭৫ কেজি। ৫০-৫৫ দিনে ফল ওঠা শুরু। সবুজ রঙের ওপর সাদা ছিট্।

তিলক রাউন্ড : সবুজের উপর সাদা ছিটের সুন্দর গোল লাউ। ৫০-৬০ দিনের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। ওজন ১ কেজি-২ কেজি। প্রচুর ফলন। একটি লাভজনক চাষ।

লাবণী : সারা বছরই চাষ করা যায়। ৫০-৫৫ দিনে ফল তোলা শুরু হয়। ৩০-৪৫ সেমি লম্বা ফল, প্রচুর ফলে, খেতে সুস্বাদু। ওজন ১-১.৫ কেজি।

হানিবল : সারাবছর চাষ করা যায়, গোল নরম ফল। ওজন প্রায় ১.৫ কেজি। ফল আসতে মোটা মুটি ৫০-৫৫ দিন সময় লাগে।

হানিবল-২ : আকর্ষনীয় গোল সবুজ ফল। ওজন ১.৫-২ কেজি। অধিক ফলন। ৪৫-৫০ দিনে ফল ওঠা শুরু হয়।

শসা এফ-১ হাইব্রিড

মনোরমা ঃ আশ্বিন থেকে পৌষ পযন্ত বপনের সময়। ১৮-২০ সেমি লম্বা। প্রচুর ফলে। ওজন ২৫০-৩০০ গ্রাম। ৪০-৪৫ দিনে ওঠে। উজ্জ্বল সবুজ রং।

গরিমা : মাঝারি আকারের অত্যধিক ফলনক্ষম ১৩-১৪ সেমি লম্বা শসা। মাত্র ৩৫-৪০ দিনে ওঠে। গাঢ় সবুজ রং।

সুষমা ঃ প্রচুর ফলনশীল আকর্ষনীয় সবুজ রঙের প্রজাতিটি ৩০-৪০ দিনে ফলে। ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম। ফল ১৫-১৮ সেমি লম্বা। বপন মাঘ থেকে শ্রাবন।

মহিমা : প্রচুর ফলনের উজ্জ্বল সবুজ ফল ১৪-১৬ সেমি লম্বা, ৩০-৩৫ দিনে ফলন শুরু। মাটি ও মাচা উভয় ক্ষেত্রেই চাষোপযোগী।

বি. এন. সি.-১০০ ঃ সুন্দর সবুজ সুস্বাদু ফলের দৈর্ঘ্য ১২-১৫ সেমি। গরম ও বর্ষায় চাষ করা যায়। ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম। ৩০-৩৫ দিনে ফলন শুরু হয়। রোগ সহনশীল জাত।

বি. এন. সি.-১০২ ঃ গরম ও বর্ষায় চাষযোগ্য, অত্যধিক ফলন, ভাইরাস সহনশীল, ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম, ১২-১৪ সেমি লম্বা। ৩০-৩৫ দিনে ওঠে।

ভেন্ডি এফ-১ হাইব্রিড

হরিৎ : সাহেব রোগ সহনশীল এই জাতীয় সারা বছর চাষ করা যায়। ৪৫-৫০ দিনের মাথায় ফল আসে।

উদয়ন ঃ সুন্দর গাঢ় সবুজ রঙের ফল। সারা বছর চাষ করা যায়। ৪৫-৫০ দিনে ওঠে। সাহেব রোগ সহনশীল।

বি. এন. ভি.-৪২৬ ঃ সাহেব রোগ সহনশীল। ৫-শিরা সরু, চকচকে সবুজ ভেন্ডি, ১০-১২ সেমি লম্বা। ৪৫-৫০ দিনে ফলন শুরু হয়।

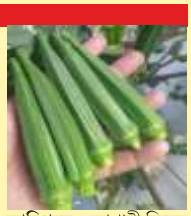

চ্যাম্পিয়ন : আগামী দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় সাহেব রোগসহনশীল জাত, আকর্ষনীয় সবুজ রঙ। ৪০-৪৫ দিনে ওঠে এবং সারা বছর চাষ করা যায়। ১০-১২ সেমি লম্বা।

বিদেশী ধনেবীজ

ব্লিস এবং অ্যারোমা ঃ বিদেশী ধনে বীজ, সুগন্ধযুক্ত উজ্জ্বল রঙের পাতা। ৩৫-৪০ দিনে ওঠে গরমে ও বর্ষায় চাষ করা যায়, ফুল আসে না।

স্পিডো আর্লি ৩০ : একটি জলদি জাতের বিদেশী ধনে, ২৫-৩০ দিনে ওঠে। উজ্জ্বল সবুজ পাতা। গরম ও বর্ষায় চাষ করা যায়।

ভুট্টা এফ-১ হাইব্রিড

বি. এন. ১০৪ : ২০-৩০ সেমি লম্বা। প্রচুর ফলে। একরে ২০-৩০ কুইন্টল ফলন পাওয়া যায়।

বি. এন. ১০৩৩ : ১৮-২৫ সেমি লম্বা। প্রচুর ফলন। ১০৫-১১৫ দিনে পাকে। একরে ৩০-৫০ কুইন্টল ফলন।

বি. এন. ১০৫ : ১৩০ দিনে ফল পাকে। প্রায় ১৯-২৪ সেমি লম্বা। একরে ৪০-৪৫ কুইন্টল ফলন পাওয়া যায়।

বি. এন. ১০৬ : এই ভুট্টাও পাকে ১৩৫ দিনে, ২১ সেমির মতো লম্বা। একরে ৪০-৪৫ কুইন্টল ফলন পাওয়া যায়।

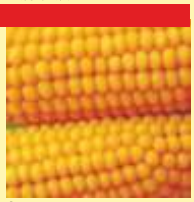

বি. এন. ১১০ : প্রচুর ফলন। ৭৫-৮০ দিনে পাকে। খাওয়ার জন্য সুস্বাদু ভুট্টা। চাষিদের খুব পছন্দের জাত।

বরবটি

বি.এন.ডার্কি : বীজের রং কালো। সারা বছর চাষ করা যায়। ফল গাঢ় সবুজ, ৫৫-৬০ সেমি লম্বা, ৪৫ দিন থেকে ওঠা শুরু হয়।

বরবটি

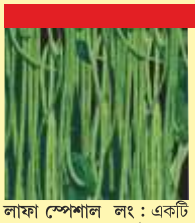

লাফা স্পেশাল লং : একটি নতুন জাত। ফল মোটা, প্রায় ৬০-৬৫ সেমি লম্বা হয়। ফলন স্বাভাবিক, খুবই লম্বা হওয়ায় জনপ্রিয়।

লাফা ইমপ্রুভড্ : একটি পরীক্ষিত জাত। ফল গাঢ় সবুজ ৪৫-৫০ সেমি লম্বা হয়। প্রচুর ফলন। লাভজনক চাষ সারা বছর চাষ করা যায়।

লাফা সুপার লং : প্রায় সারা বছর চাষ করা যায়। মোটামুটি ৫৫-৬০ দিনে ফল আসে। প্রচুর ফলে। ৬৫-৭০ সেমি লম্বা ফল।

নীলাচল বা মণি-কাঞ্চন : ৩০-৩৫ সেমি. লম্বা গাঢ় সবুজ ফল। ৩০-৩৫ দিন থেকে ৭০-৭৫ দিন ধরে প্রচুর ফলে। সোজা গাছ।

কেলাস : হাল্কা সবুজ রঙের ৩০ সেমি লম্বা সরু ফল। ৫০-৫৫ দিন থেকে ১২০-১২৫ দিন পর্যন্ত প্রচুর ফল দেয়। সোজা গাছ।

বি.এন. লাইট : হালকা সবুজ রঙের ৫৫-৬৫ সেমি লম্বা ফল। ৫০ দিনের পর থেকে ফল তোলা যায়। রোগ সহনশীল জাত।

কুমড়ো এফ-১ হাইব্রিড

মাহী : চ্যাপ্টা গাঢ় সবুজ সুস্বাদু ফল, ওজন ৪-৬ কেজি, কমলা-হলদে শাঁস, শক্ত ও সুঠাম গাছ।

মাহী-২ : চ্যাপ্টা গাঢ় সবুজ ফল, ওজন ৪-৫ কেজি কমলা-হলদে শাঁস, মজবুত গাছ।

মোহীনী ঃ চ্যাপ্টা ফলের রং গাঢ় সবুজের ওপর বাদামী ছিট্, সোনালী-হলদে শাঁস ওজন ৪-৬ কেজি। ঝাঁকালো গাছ ৮০-৯০ দিন থেকে ফল ওঠা শুরু হয়।

মেঘা : কালো, খাঁজকাটা চাপ্টা, কমলা শাঁস যুক্ত কুমড়ো, সারা বছর চাষ যোগ্য, রোগ সহনশীল জাত। ওজন ৩-৪ কেজি, ৭০-৮০ দিনে ওঠে।

মেদিনী : শক্ত পোক্ত গাছ, ফল চ্যাপ্টা, সবুজ, ওজন ৬-৮ কেজি, হলুদ শাঁস।

মায়া : জলদি নতুন ছোটো জাতের হাইব্রিড কুমড়ো। ফল চ্যাপ্টা গোল। ওজন ১-১.৫ কেজি। বাইরের রং সবুজ। ৬০-৬৫ দিনে ওঠে। রোগ সহনশীল জাত।

কুমড়ো ও.পি.

অর্ধমণ : বড়ো জাতের গোল/ চ্যাপটা, সবুজ রঙের ফল। ওজন ১০-২০ কেজি পর্যন্ত হয়, বড়ো বীজ, ৮০-৯০ দিনে ওঠে।

রিমঝিম : বর্ষার উপযোগী উত্তম নতুন প্রজাতি। অধিক উৎপাদন, অধিক লাভ।

শিম ও.পি.

দৌলত : সবচেয়ে জলদি জাতের শিম। আষাঢ় মাস থেকে চাষ করা যায়। আকর্ষনীয় সুন্দর সবুজ রঙের শিম। গাঢ় কালো রঙের বীজ।

দৌলত ২ : দৌলতের মত কিন্তু বীজের রং লালচে কালো। দুটো জাতই অধিক ফলনশীল ও সহজে হয়।

বীন ও.পি.

সোনালী : মজবুত গাছ। বীজের আকার মাঝারি। সবুজ রঙের সুন্দর মোলায়েম ফল। ৩০-৩৫ দিন থেকে ফল ওঠে লাভজনক চাষ।

রূপালি : একটি নতুন জাত। ফলের সাইজ সোনালির মতনই এবং খেতে সুস্বাদু।

তরমুজ এফ-১ হাইব্রিড

গঙ্গা : ডিম্বাকৃতি সবুজ ডোরা এই তরমুজের ওজন ৮-১০ কেজি। ছোটো বীজ। সুদূর পরিবহনযোগ্য। শাঁস লাল, সুস্বাদু এবং মিষ্টি। ৬৫ দিনে ওঠে।

গঙ্গা ইম্প্রুভড : গঙ্গার তুলনায় উন্নত প্রজাতির, ফলন আরও বেশী, ওজন ১০-১২ কেজি, ৬০-৬৫ দিনে ফল ওঠা শুরু হয়। দূর পরিবহন যোগ্য।

যমুনা : সবুজ ডোরা গোলাকার তরমুজ, ওজন ৫-৬ কেজি, ৬০-৬৫ দিনে ওঠে। খুবই মিষ্টি জাত। গাঢ় লাল শাঁস।

নিশা : অল্প সময়ে দ্রুত বড়ো হয়। গাঢ় কালো গোলাকার, ওজন ৫-৬ কেজি পর্যন্ত হয়। ৬০-৬৫ দিনে ফলন দেয়।

মিনিগার্ল : ডিম্বাকার, কালো ফল, লাল শাঁস, ওজন ৩-৫ কেজি। ৬০-৬৫ দিনে তৈরি হয়। অধিক ফলন। খুব মিষ্টি।

বি.এন.ডব্লু.এম.২০২০: কালো রঙের ডিম্বাকৃতি সুমিষ্ট হাইব্রিড তরমুজ। শাঁস টকটকে লাল। ওজন ৩-৩.৫ কেজি, ৬০-৬৫ দিনে ফল ওঠা শুরু।

তরমুজ এফ-১ হাইব্রিড

মিনি বয় ঃ ডিম্বাকৃতি ফল সবুজের ওপর কালো ডোরা, লাল শাঁস, ওজন ৩-৫ কেজি। ৫০-৫৫ দিনে ফলন শুরু, খুব মিষ্টি।

মিনি ইয়েলো : হলদে শাঁস, সবুজের ওপর কালো ডোরা ফল, ওজন ২-৪ কেজি, ভালো ফলন, খুবই মিষ্টি।

মিনি গোল্ড : নতুন জাত, সোনালি হলুদ বাইরের রং, লাল শাঁস, ওজন ২-৪ কেজি, অধিক উৎপাদন। খুবই মিষ্টি।

খরমুজ এফ-১ হাইব্রিড

মধুমিতা : গোল, জালিদার ফল, শাঁস কমলা রঙের। ১-১.২ কেজি। ৬৫-৭০ দিনে ওঠে।

মধুপর্ণা : গোল হাল্কা হলদে রঙের ফল, শাঁস হাল্কা সবুজ দুটি জাতই খুব সুস্বাদু ও মিষ্টি।

মটর

গঙ্গা-যমুনা : একটি উচ্চফলনশীল জাত, ৮-১০ টি দানা প্রতি ফলে, খেতে সুস্বাদু। ৬-৭ সেমি লম্বা। ৪৫-৫০ দিনে ওঠে। একটি লাভজনক চাষ।

মধু : নতুন দিনের একটি অধিক ফলনশীল প্রজাতির মটর। প্রতি ফলে ৮-১০টি সুস্বাদু দানা থাকে। অধিক ফলনশীল মটর।

মূলা এফ-১ হাইব্রিড

প্রাইম-৩০ : জলদি জাতের পালং পাতা হাইব্রিড মূলা, ৩০-৩৫ দিনে ওঠে। লম্বা ২০-২৫ সেমি। মূলার ন্যায় পাতাও খেতে সুস্বাদু।

র‍্যাপিডো-৩০ : গরমের চেত্‌কি জাতের সুস্বাদু হাইব্রিড মূলা। ২৫-৩০ সেমি লম্বা। ৩০-৩৫ দিনে ওঠে।

এক্স এক্স-৩০ : পালং পাতা জাতের হাইব্রিড মূলা। গরমে এবং বর্ষায় হয়। ৩৫-৩৮ দিনে ওঠে। লম্বা ২০-২৫ সেমি।

হেমরাজ : সুন্দর সাদা ৪০-৪৫ সেমি লম্বা মূলা, গড় ওজন প্রায় ১ কেজি। রোগ সহনশীল সংকর জাত।

গজানন : আকর্ষণীয় গড়ন, ৩৫-৪৮সেমি লম্বা। ৫৫-৬০ দিনে তৈরি হয়। উপযুক্ত তাপমাত্রা ২৫°-৩০° সে।

ধুঁদুল এফ-১ হাইব্রিড

অবনী : হাল্কা সবুজ সংকর প্রজাতির ধুঁদুল, ওজন ১২৫-১৫০ গ্রাম, ৩৫-৪৫ দিনে ওঠে। ২০-৩০ সেমি লম্বা, খেতে মিষ্টি। বীজ সাদা।

বরুণ : গাঢ় সবুজ ২০-৩০ সেমি লম্বা বেলুন আকৃতির ফল। ৪৫-৫০ দিনে ফল ওঠা শুরু, ওজন ১২৫-১৭৫ গ্রাম। বীজ কালো।

সরিষা

গোল্ড কুইন : নতুন ইম্প্রুভড কালো রঙের পুষ্ট সরষে বীজ, প্রচুর ফলন। খুবই লাভজনক চাষ।

গাজর এফ-১ হাইব্রিড

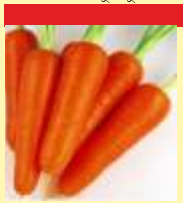

এ.সি.-৩০১ : গাঢ় কমলা রঙের আকর্ষনীয় জলদি জাতের হাইব্রিড গাজর। ৮০-৯০ দিনে ওঠে। ওজন ১২৫-১৫০ গ্রাম। ১৫-১৮ সেমি লম্বা।

এ. সি.-৪০১ : রোগ সহনশীল হাইব্রিড গাজর। ফল ১৮-২০ সেমি লম্বা, ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম, ৯০-১০০ দিনে ওঠে। খুবই লাভজনক চাষ।

কেশর গোল্ড: পুসা কেশর জাতের হাইব্রিড গাজর। ৯০-১০০ দিনে ওঠে। ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম। লম্বা ৩০-৪০ সেমি।

বীট এফ-১ হাইব্রিড

আবীরা : একটি রোগ প্রতিরোধী হাইব্রিড বীট। সুন্দর গঠন, প্রতিটি বীটই প্রায় সমান সাইজের হয়, ভেতরের রং উজ্জ্বল লাল। লাভজনক চাষ।

ওপি বীট ও গাজর

ওপি বীট : ডি. ডি. রেড ● রুবী কুইন ● ডি. ডি. রেড ইম্প্রুভড ● রুবী কুইন ইম্প্রুভড।

ওপি গাজর : ন্যানটিস ● কুরোডা ● ন্যানটিস ইম্প্রুভড ● দেশী পুসা কেশর।

কুরোডা ইম্প্রুভড : বোনার দিন থেকে ১০০ দিনে ওঠে। ১৮-২০ সেমি লম্বা, গ্রীষ্ম সহিষ্ণু জাত। ওজন ৩০০ গ্রাম।

সুইট কর্ন হাইব্রিড

সুইট ইয়োলো : সুস্বাদু হলদে রঙের ফল। ৭০-৭৫ দিনে ফসল তোলার উপযোগী হয়। ওজন ৩০০-৪০০ গ্রাম। লম্বা ১৮-২০ সেমি। রোগ সহনশীল জাত।

করলা এফ-১ হাইব্রিড

বিপাশা : লম্বা, গাঢ় সবুজ কাঁটাযুক্ত ফলের সাইজ ২৫-২৭ সেমি লম্বা, ৫-৬ সেমি মোটা। সারা বছর চাষ করা যায়। ফল আসতে মোটামুটি ৪৫-৫০ দিন সময় লাগে। প্রচুর ফলন।

বিপাশা-২ : মাঝারি লম্বা গাঢ় সবুজ কাঁটাযুক্ত ফল, সাইজ ১৬-১৮ সেমি লম্বা, ৪.৫ সেমি চওড়া। সারা বছর চাষ করা যায়। ৪০-৪৫ দিন থেকে ফল তোলা শুরু হয়। লাভজনক চাষ।

হিড়িম্বা : কার্তিক থেকে শ্রাবন মাস পর্যন্ত বপন করা যায়। উচ্চ ফলনশীল এবং রোগ প্রতিরোধী বড় জাতের করলা। মোটামুটি ৫০-৫৫ দিনে ফল আসে। সবুজ কাঁটাযুক্ত। ৩০-৩৫ সেমি লম্বা মোটা ফল।

কোকিলা : কাঁটাযুক্ত গাঢ় সবুজ ফল, সাইজ ১২-১৫ সেমি। সারা বছর চাষ করা যায়। ৩৫-৪০ দিনে ফল আসে।

পাঞ্চালী : ৭-৮ সেমি লম্বা ফল, ৩৫-৪০ দিনে ফলন শুরু। প্রচুর ফলন।

কৃষ্ণা : ও.পি. জাতের উচ্চফলনশীল করলা। ফলের সাইজ ৮-১০ সেমি। ৩৫-৪০ দিনে ফল ধরে।

কৃষ্ণা-২ : কৃষ্ণার মতোই। তবে কম সময়ে অনেক বেশি ফলন দেয় এই জাতটি।

উচ্ছে এফ-১ হাইব্রিড

বি. এন. বি. জি.-১৪২১ : রোগ প্রতিরোধী, ছোট কাঁটাযুক্ত গোল লম্বা ফল। ভালো ফলন। ৩০-৩৫ দিন থেকে ফল ওঠা শুরু হয়।

রাউন্ড রস : ঘন সবুজ রং-এর কাঁটাযুক্ত বড় গোল ফল। দুটি জাতই সারাবছর চাষ করা যায়। ৩০-৩৫ দিনে ওঠে।

ধানবীজ এফ-১ হাইব্রিড

চক্র-২০০৩ এফ ১ : ১২৫-১৩০ দিনের লম্বা মোটা ধান। একরে ফলন ২.৫ টন। মাঝারি উচ্চতার গাছ, হেলে পড়ে না।

চক্র-৩০০২ এফ ১ : রোগ সহনশীল এবং অধিক ফলনশীল ধান। ১২০-১৩০ দিনে ওঠে। মাঝারি সরু লম্বা দানা।

চক্র-৪০০১ এফ ১ : ১২৫-১৩০ দিনে ওঠে। মাঝারি মোটা দানা। খরিফ এবং রবি উভয় মরসুমের চাষেই ভালো ফলন হয়।

চক্র-৪০০২ এফ ১ : খরিফ মরসুমের লম্বা মোটা দানা। ১৩০-১৩৫ দিনের, ফলন একরে ২.৭ টন। গাছ হেলে পড়ে না।

চক্র -৫০০১ এফ ১ : জলদি জাতের খরিফ ও রবি মরসুমে চাষ যোগ্য রোগ পোকা সহনশীল, ১০৫-১১০ দিনের সরু লম্বা হাইব্রিড ধান।

চক্র -৫০০২ এফ ১ : ১২০ -১২৫ দিনে ওঠে সরু লম্বা ধান। খরিফ ও রবি উভয় মরসুমের চাষেই ভালো ফলন হয়।

চক্র -৫০০৩ এফ ১ : মাঝারি লম্বা সরু দানা। ১৩০-১৩৫ দিনে ওঠে। খরিফ মরসুমে চাষ যোগ্য।

ফুল কপি ওপি. জাত

জলদি জাত-৪৫-৫৫ দিনের
ভারতজ্যোতি-সবচেয়ে জলদি।
হেমন্তিকা-লেট কর্তিক
ভরত মুকুট-আর্লি অঘ্রাণী
হোয়াইট কুইন-অঘ্রাণী

মাধ্যমিক জাত

৫৫-৬০ দিনে ওঠে
মোনালিসা-লেট অঘ্রাণী
ইটালিয়ান জায়েন্ট-পৌষ
ভারতলক্ষী-আর্লি পৌষ
কৃষিকল্যাণী-লেট পৌষ

ক্যাপসিকাম ও.পি.

ক্যালিফোর্নিয়া ওয়ান্ডার ঃ উন্নত সুপরিচিত প্রজাতি। ফলের আকার আকর্ষণীয়।
বি.এন. ওয়ান্ডার ঃ মোজাইক রোগ সহনশীল। আকর্ষণীয় ফল। ওজন ১৯০-২২৫ গ্রাম।
অস্তি লাল ঃ আকর্ষণীয় লাল রঙের ফল। ওজন ২২৫-২৫০ গ্রাম।
অস্তি হলদে ঃ মজবুত,বড়ো, আকর্ষণীয় হলদে রঙের ফল। ওজন ২০০ গ্রাম।

কুমড়ো ও. পি. জাত

অর্ধমন : শীতের কুমড়ো
বর্ষাতি : বর্ষা ঋতুর কুমড়ো
রিমঝিম : নতুন বর্ষার কুমড়ো
বিবি : গ্রীষ্ম ঋতুর কুমড়ো

অন্যান্য বীন

আনন্দ—সাদা মাঝারি দানা
দীপালি—সাদা বড়ো দানা
দার্জিলিং—লতানে গাছ
অভয়—বাদামি দানা
বি.এন. জেড—লতানে গাছ
বি. এন ক্রিপার।

ঘাস বীজ

সুদান ঘাস
লালী : লাল রঙের বীজ
সফেদ : সাদা রঙের বীজ
বার শিম ঘাস :
গোবর্ধন: এই ঘাস খাওয়ালে গরুর দুধ অনেক বাড়ে।

লেটজাত

৬০-৭৫ দিনে ওঠে
আমেরিকান স্নোবল-মাঘী
হাইব্রিড স্নোবল-মাঘী
সুপ্রিম প্লেজার-মাঘী
মুকুটমণী-লেট মাঘী
হাইব্রিড স্নোবল-মাঘী

ও. পি. ওলকপি

(১) আর্লি হোয়াইট ভিয়েনা
(২) কিং অফ মার্কেট
(৩) লার্জ গ্রীন
(৪) গোয়লিয়থ

বিভিন্ন মটর

আর্কেল
আজাদ পি-১/ আজাদ পি-৩
উদয়/গিরিজা
পি. এস. এম.-৩

করলা ও.পি.

রাক্ষুসে (মাঝারি জাত)
লং গ্রিন
সুপার লং
বিজয়া (বড়ো জাতের)

উচ্ছে ও.পি.

বোল্ডার (বড়ো গোল)
হাফ লং (ছোটো লম্বা)

বিভিন্ন শাকবীজ

স্পেশাল কলমি শাক
জবাকুসুম
জবাকুসুম স্পেশাল-**রঙ্গন**
লাল শাক **কনকা**
লাল শাক স্পেশাল **রক্তিম**
খেসলা লাল
পদ্মনটে বড় পাতা
চাঁপানটে (**স্পেশাল**) বার বার কেটে কেটে খাওয়া যায়
পালং হ্যান্ডসাম
পালং অলগ্রিন
পালং দেশী ঝাড় হলদি বাড়ী পুঁই স্পেশাল
চাউলাই লাল ও সাদা।

ঝিঙা ও.পি. জাত

বর্ষাতি : মাচার ঝিঙে
জয়পুর লং
পুসা নাজদার
স্পেশাল ১২ পাতাঃ গাছে ১২ পাতা এলেই ফলন শুরু
স্পেশাল ১৬ পাতা : গাছে ১৬ পাতা হলেই ফলন শুরু

বাঁধা কপি ওপি জাত

৪৫-৫৫ দিনে ওঠে
সুপার এক্সপ্রেস
আর্লি ভারত প্রাইড
৫৫-৬০ দিনে ওঠে
সুপার সিক্সটি
ইমপ্রুভড সেটে
প্রাইড অফ ইন্ডিয়া
গোল্ডেন একর
চাইনিজ বাঁধাকপি
৬০-৭০ দিনে ওঠে
এক্স ৬৩৫৭
ভারতগ্লোরী
গ্রেট এন্টারপ্রাইজ
লার্জ বল হেড

লাউ ও.পি. জাত

গুটকা লম্বা
কাবুলি লম্বা
সিঙ্গাপুরী গোল
টু-ইন-ওয়ান (জোড়া বোঁটা লাউ)
তিলোত্তমা লং/ গোল ঃ গাঢ় সবুজ রঙের ওপর সাদা ছিট
চাল কুমড়া ও.পি. ঃ রাজকমল
টিন্ডা ও.পি. ঃ মৈনাক
কাঁকড়ি ও.পি. ঃ ভুজঙ্গ

অন্যান্য শিম

কার্তিকা-জলদি জাত
আলতাপাটি-মধ্যম জাত
মাখন শিম-বড়ো লাল বীজ

বিদেশী শাকবীজ

পার্সলে ঃ স্ট্রেঞ্জর
সিলেরি ঃ পোলস্টার
লিক ঃ মাইল স্টোন
লেটুস ঃ এরিয়ন (গ্রেটলেক)
লেটুস ঃ মরিয়াম (আইস বার্গ)
পাকচোই ঃ কেন্টাকি গ্রিন

সজনে ডাঁটা

পি.কে. এম.-১ : মধ্যম আকার। ৩ × ৩ দূরত্বে চারা বসান। একরে ১২৫-১৫০ গ্রাম বীজ লাগে। ৬ মাস বাদে ফসল তোলা যাবে। গাছ একটু বড়ো হলে মাথা ছেঁটে দিন।

অন্যান্য ডাঁটা ঃ

(১) এক ডাল সাদা
(২) এক ডাল লাল
(৩) ঝাড় কাটোয়া সাদা
(৪) ঝাড় কাটোয়া লাল

ধান বীজ ইম্প্রুভড জাত

মানিক ঃ গাছের উচ্চতা ৪০ ইঞ্চি, সরু লম্বা দানা ৯০-১০০ দিনে ওঠে।

বিএনএম-১০২ ঃ মোটা দানা, ৯৫-১০০ দিনে ওঠে। গাছের উচ্চতা ৪০ ইঞ্চি।

বিএনএম-১০৭ ঃ ১০৫-১১০ দিনে ওঠে। ছোট গাছ, হালকা সোনালী রঙের, সরু দানা।

বিএনএম-১০৬ ঃ ১১০-১১৫ দিনের মিনিকিট থেকে একটু বেঁটে সরু দানা। গাছ সহজে ঢলে পড়ে যায় না। ভালো ফলন।

টমাটো ওপি জাত

পুসা আর্লি ডোয়ার্ফ
পুসা রুবি
পি. কে. এম.-১
এস-২২ , এস-৪
নবোদয়

লঙ্কা ওপি. জাত

সূর্যমুখী গ্রিন/ব্ল্যাক
আই. আর.-৮
বুলেট
পুসা জাওলা
জি-৪
ভৈরবী

বেগুন ও.পি. জাত

ব্ল্যাক বিউটি, ব্ল্যাক প্রিন্স (বড়ো গোল)
চৈতালি-হালকা সবুজ
চিত্রা—সবুজ, নীচের দিকে সাদা ছিট।
ফ্রেঞ্চ শিঙে—সরু লম্বা
জাপানিজ কিং-বড়ো মোটা
ললিতা—থোকায় ফলে
মুক্তকেশী/পুসাক্রান্তি
পুসা পার্পল লং/রাউন্ড
পুসাপার্পল ক্লাস্টার

পেঁপে ও.পি. জাত

দুধসাগর—ছোটো গাছ, বড়ো জাতের লম্বা ফল।
রাঁচি স্পেশাল,
অমৃত সাগর,
হাওয়াই ইয়ান—গোল ফল।
হানি ডিউ।

শালগম

পার্পল টপ
হোয়াইট গ্লোব

অন্যান্য সরিষা

মালেক-২ : হলুদ বীজ এই জাতের সরিষার ফুল সাদা
বি ৯ : হলুদ বীজ, হলুদ ফুল।

হোয়াইট কমল ঃ ১১০-১১৫ দিনের মোটা দানা যুক্ত, গাছের উচ্চতা ৪০ ইঞ্চি।

রেড কমল : ১১৫-১২০ দিনের, মাঝারী মোটা দানা, গাছের উচ্চতা ৪০ ইঞ্চি, ফলন লাভদায়ক।

পিংক কমল : ১২০-১২৫ দিনের মোটা দানা ধান।

দুর্গা : ১৩০ দিনের সরু দানা যুক্ত। অত্যধিক ফলন।

পান্না স্পেশাল ঃ ১২৫-১৩০ দিনের মোটা দানা যুক্ত গাছ।

ভেন্ডি ও.পি.জাত

অর্কা অনামিকা
চিকনি সাতধাড়ি
ডার্ক গ্রিন
জয়ন্তী স্পেশাল
পঙ্কজ
রাধিকা ঃ রিসার্চজাত

বিভিন্ন পেঁয়াজ

পুসা রেড ঃ হালকা লাল রং
নাসিক রেড (এন ৫৩)
সুখসাগর

বিভিন্ন বরবটি

আমেরিকান লং ঃ কালো বীজ
আই.আর.-৮, পুসা দোফসলি

ও.পি গরমের মূলা

গরম-বর্ষার লাল মূলা ঃ
বর্ষাতি লাল,
ঘাটাল আউস,
গুজরাটি আউস
বি.এন. পিন।
গরম বর্ষার সাদা মূলা ঃ
সাহেব-পালং পাতা
লং চেতকি
পুসা চেতকি
বি.এন. আর্লি ৪০

ও.পি চিচিঙ্গা ঃ

গ্রিন স্পেশাল
গ্রিন লং

ধনে বীজ দেশী ঃ

ভারতী—দেরিতে ফুল আসে, গাঢ় সবুজ সুগন্ধি পাতা
পাঞ্জাব কলমি ঃ শীতের ফসল।
তিল বীজ ঃ
তনয়া—লাল/সাদা/কালো
তিলোত্তমা—লাল
রমা—লাল
সূর্যমুখী বীজ ঃ
সানব্রাইট-এফ. ১ হাইব্রিড
মোহন ঃ ১২০-১২৫ দিনের সরু লম্বা দানা যুক্ত সুগঠন গাছ। উচ্চতা ৪১ ইঞ্চি।
মুক্তা ঃ ১৩০-১৩৫ দিনের সরু লম্বা জাত। ভাল ফলন।
বসুধা ঃ ১৩৫-১৪০ দিনের, লম্বা দানা, খুবই ভাল জাত।
কনক/ সোনা ঃ গাছের উচ্চতা ৪২ ইঞ্চি। ১৩৫-৪০ দিনের।
ধারা ঃ লম্বা দানা যুক্ত ১৪০-১৪৫ দিনের জাত।

ইমপ্রুভড গম বীজ

গায়ত্রী: রোগসহনশীল জাত। শীষে দানার সংখ্যা বেশি তাই বেশি ফলন পাওয়া যায়।
গোপাল : সবচেয়ে বেশি ফলনের গমের জাত। হঠাৎ গরম পড়ে গেলেও ভালো ফলন পাওয়া যায়।
গিরিশা : নতুন জাত রোগ সহনশীল, ফলন গোপালের থেকেও বেশী।

শসা ওপি জাত

স্পেশাল ১২ পাতা ঃ গাছের বারো পাতা থেকে ফলন শুরু হয়।
ক্ষীরপাতি ঃ বড়ো শসা।
সামারস্টার ঃ গরমকালের মাটির শসা। প্রচুর ফলন।
আরোহী (মাচার) ঃ মাচার বড়ো জাতের শসা। হাইব্রিড জাতের মতো ফলন।
চৈতালি ঃ চৈত্রের মাঝারি জাতের শসা।
বর্ষাতি ঃ বর্ষার মাচার লম্বা শসা।

ও.পি. শীতের মূলা

জাপানি সাদা
মিনুআর্লি
হিল কুইন
শীতের লাল মূলা ঃ
বোম্বাই খাসিকাটা লাল
বোম্বাই হাফ রেড
চাইনিজ পিঙ্ক
সুবৃহৎ লাল
কালপিনা।

পাটবীজ

সোনা পাটবীজ : টিন প্যাকিং-এ বাজারের সেরা সোনা পাটবীজ চাষ করুন।
চক্রমার্কা পাটবীজ : সোনালি আঁশের অধিক ফলনশীল চক্রমার্কা পাটবীজ চাষ করে লাভবান হোন।

শাঁকালু

পুসা সফেদ ঃ বড়ো জাত, অধিক উৎপাদনশীল শাঁকালু।

এই ক্যাটলগে ফুলকপি, বাঁধাকপি এবং অন্যান্য বীজ বপনের যে সময় দেওয়া হয়েছে, তা কেবল পশ্চিমবঙ্গে আমাদের নিজস্ব ফার্মে পরীক্ষালব্ধ। আপনার এলাকার আবহাওয়া বুঝে বীজ বপনের সঠিক সময় নির্ধারণ করুন।
ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি যেসব সবজির চারা করে লাগাতে হয়, ফসল ওঠার দিনের যে হিসেব দেওয়া হয়েছে, তা চারা রোপণের পর থেকে ধরতে হবে।

ভারত নার্শারীর উন্নত মানের কয়েকটি এফ-১ হাইব্রিড ফুলবীজ। প্রতিটি জাত ১০০ বীজের প্যাকেটে এবং ১০০০ বীজের প্যাকেটে পাওয়া যায়।

এফ-১ হাইব্রিড গাঁদা ফুল

মোহিনী অরেঞ্জ (কমলা) : গাছ খুবই ছোট, ৩০-৪০ সেমি এবং বড় ফুল, ৮-১০ সেমি চওড়া। বাজরে চলতি ইনকা গাঁদার সমতুল্য।

মোহিনী ইয়েলো (হলুদ) : গাছ খুবই ছোট। ৩০-৪০ সেমি এবং বড় ফুল, ৮-১০ সেমি চওড়া। বাজারে চলতি ইনকা গাঁদার সমতুল্য।

মোহিনী গোল্ড (সোনালী) : গাছ খুবই ছোট। ৩০-৪০ সেমি এবং বড় ফুল, ৮-১০ সেমি চওড়া। বাজারে চলতি ইনকা গাঁদার সমতুল্য।

মোহিনী হোয়াইট (সাদা গাঁদা) : ৩০-৪০ সেমি লম্বা গাছ। বড় ফুল, সাইজ ৮-১০ সেমি চওড়া। প্রতি গাছে ফুলের সংখ্যা ৩২-৩৮ টি।

মোহিনী মিডিয়াম হোয়াইট : ২৮-৩৫ সেমি লম্বা গাছ। ফুলের সাইজ ৫-৭ সেমি চওড়া। প্রতি গাছে ফুলের সংখ্যা ৩০-৪০ টি।

ভারতী অরেঞ্জ (কমলা) : গাছের উচ্চতা ৬০-৬৫ সেমি। ফুলের সাইজ ৮-১০ সেমি। ৫০-৬০ দিনে ফুল ফোটে। প্রচুর ফুল ধরে।

এফ-১ হাইব্রিড গাঁদা ফুল

ভারতী ইয়োলো (হলুদ) : গাছের উচ্চতা ৬০-৬৫ সেমি। ফুলের সাইজ ৮-১০ সেমি। ৫০-৬০ দিনে ফোটে। প্রচুর ফুল ধরে।

মায়া অরেঞ্জ (কমলা) : গাছের উচ্চতা ৬৫-৭৫ সেমি এবং ফুলের সাইজ ১০-১২ সেমি। বীজ লাগানোর ৫০-৬০ দিন বাদে ফুল ফোটে।

মায়া ইয়োলো (হলদে) : গাছের উচ্চতা ৬৫-৭৫ সেমি এবং ফুলের সাইজ ১০-১২ সেমি। বীজ লাগানোর ৫০-৬০ দিন বাদে ফুল ফোটে।

প্যানজি

প্যানজি এফ-১ হাইব্রিড : বড় জাতের ফুল প্রায় ১০ সেমি চওড়া। এই ফুল দেখতে অনেকটা প্রজাপতির মতন। প্যাকেটে বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে পাওয়া যায়।

পিটুনিয়া

পিটুনিয়া এফ-১ হাইব্রিড : এই ফুল বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে পাওয়া যায়। ফুলের সাইজ ৭.৫ সেমি। এই ফুল ফোটার পর বেশ কিছুদিন সজীব থাকে।

জারবেরা

জারবেরা এফ-১ হাইব্রিড : বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙের মিশ্রণে পাওয়া যায়। গাছে পরপর অনেকদিন ধরে ফুল ফোটে এবং প্রতিটি ফুল অনেকদিন সজীব থাকে।

ফুলবীজ ও কলমের চারা : ভারত নার্শারীর বিভিন্ন দেশী বিদেশী ও.পি. এবং এফ-১ হাইব্রিড ফুলবীজ ও বিভিন্ন ফুল/ফল এবং অন্যান্য গাছের চারার জন্য যোগাযোগ করুন।

আনন্দ এজেন্সির কয়েকটি বই

বাণিজ্য ও শখের ফুলচাষ— শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান। সারা বছর নিশ্চিত লাভজনক ফুলচাষ করতে কিংবা শখের ফুল বাগানকে সাজিয়ে তুলতে বইটি হাতের কাছে রাখুন।

সহজ কথায় বিজ্ঞানভিত্তিক চাষবাস—শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান। আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তিতে সব ফসলের লাভজনক চাষ করতে অভিধান তুল্য অপরিহার্য বইটির জুড়ি নেই।

চারা তৈরির চাবিকাঠি—ডাঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি। কলমের চারা তৈরি করতে হলে বইটি আজই সংগ্রহ করুন।

সবুজ সাথী --- গোলাম রহমান। শাক সবজি ও শস্য চাষের সবুজসাথী আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি।

আধুনিক সবজি চাষ--- মানিকলাল ঘোষ সংকলিত বইটি চাষিদের কাছে সহায়ক পুস্তকের কাজ করে আসছে।

ভারত নার্শারীর বিভিন্ন কৃষিসহায়ক দ্রব্য

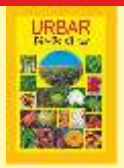

উর্বর (জীবাণুসার) : ক্ষতিকারক রাসায়নিক সারের পরিবর্তে উর্বর জীবাণুসার ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বাড়ান এবং পরিবেশ রক্ষা করুন। রাসায়নিক সারের চেয়ে খরচও কম।

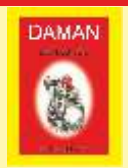

দমন (জীবাণু-কীটনাশক) : ক্ষতি-কারক রাসায়নিক কীটনাশকের পরিবর্তে দমন জীবাণু-কীটনাশক ব্যবহার করে কম খরচে ফসল ও পরিবেশ রক্ষা করুন।

সুফলন স্প্রে (অণুখাদ্যসার) : ফুল, ফল, সবজি-সহ যে কোনও ফসলের ফলন বেশি পেতে হলে ফসলে সুফলন স্প্রে করুন। সুফলন স্প্রে ব্যবহারে অনেকে ২০-৫০% ফলন বেশি পেয়েছেন।

গ্রীনগ্রো (হরমোন সার) : ফুল না আসা এবং ফুল, ফল ঝরা বন্ধের বিশেষ কার্যকরী হরমোন সার। গ্রীনগ্রো ব্যবহার করে ১০-২৫% ফলন বেশী পাওয়া যায়।

মেগাফিশ : অল্প সময়ে এক ঝাঁক চারা পোনা থেকে এক পুকুর বড়ো বড়ো মাছ পেতে হলে পুকুরে মেগাফিশ অবশ্যই প্রয়োগ করুন এবং মাছ চাষে লাভের অঙ্ক বাড়ান।

প্রিয় গ্রাহক,

আমাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে সবজি বীজ ও অন্যান্য বীজের নতুন বীজ পুস্তিকা প্রকাশিত হল। আশা করি এই পুস্তিকা আপনার পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বীজ নির্বাচনে সহায়ক হবে।

১৯১৮ সালে স্বর্গীয় মানিকলাল ঘোষ মহাশয় এবং তাঁর দুই ভাই যে বীজ ব্যবসা শুরু করেন, তা পরবর্তীকালে প্রয়াত জ্যোতির্ময় ঘোষের সযত্ন তত্ত্বাবধানে আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

ভারত নার্শারী, সুপরিচিত চক্র ব্রান্ড এবং সোনা ব্রান্ডের মাধ্যমে তাদের বীজ বাজারজাত করে। এই বীজ বিদেশেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিশেষ করে উল্লেখ্য যে, ভারত নার্শারীর চক্রমার্কা পাটবীজ বাংলাদেশেও সমধিক জনপ্রিয়।

ভারত নার্শারীর নিজস্ব গবেষণা ও বীজ উন্নয়ন কেন্দ্রে সুদক্ষ কৃষি-বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে ধান, গম, সবজি ইত্যাদির ওপর নিরন্তর গবেষণা চলছে, যার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ও. পি. ও হাইব্রিড জাতের বীজ। আমাদের গবেষণাকেন্দ্রটি কেন্দ্রীয় সরকারের Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), New Delhi কর্তৃক অনুমোদিত।

আশা করি গ্রাহকদের সহযোগিতায় ভবিষ্যতেও এই পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। নমস্কার,

অশোক ঘোষ

ভারত নার্শারী প্রাঃ লিঃ.-র পক্ষে

২৮ জুন, ২০২৩ • উল্টোরথ